যুব-সমস্যা ও তার শরয়ী সমাধান

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ভূমিকা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

ভূমিকা

প্রত্যেক জাতির জন্য তার যুব-সমাজ হল সকল প্রগতি ও উন্নয়নের প্রধান স্তম্ভ। যুবসমাজই হল জাতির মেরুদন্ড, জাতির ভবিষ্যৎ এবং আগামী দিনের আশার আলো।

যুব-সমাজ হল জাতি ও উম্মাহর গর্ব। যে যুবক আল্লাহর দ্বীনের আলোকে আলোকপ্রাপ্ত, কিতাব ও সুন্নাহ-ভিত্তিক ইসলামী চরিত্রে চরিত্রবান, পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রগতিশীল। এমন উন্নত যুবককে নিয়েই উম্মাহ গর্ব করে।

জীবনে সব শ্রেণীর মানুষেরই সমস্যা আছে। সমস্যা আছে যুবক ও তরুণ-সমাজের। সে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে অনেক যুবকই ঘায়েল হয়ে পড়ে। অথচ সমস্যা যতই জটিল হোক না কেন, চেষ্টা ও পথ জানা থাকলে তার সমাধান সহজ হয়ে যায়। ইসলাম হল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে আসা মানুষের জন্য এক পূর্ণ জীবন-বিধান; যাতে আছে জীবনের সব ধরনের সমস্যার সমাধান। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, অজ্ঞানতা অথবা খেয়াল-খুশীবশে বহু যুবক মনে মনে এই ধারণা পোষণ করে যে, জীবনের এটাই হল আনন্দের মুহূর্ত। এ সময়টাই হল স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ লুটার সময়। এরপরে বার্ধক্য এসে পড়লে জীবনের আর কোন স্বাদ ও সাধ অবশিষ্ট থাকবে না। অতএব এ সময় আমোদ-আনন্দ করে নিয়ে বৃদ্ধ হলে আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য করা যাবে এবং যৌবনকালের সকল বিষয়ের ক্ষতিপূরণ করে দেওয়া যাবে।

অথচ এমন চিন্তাধারা প্রকৃতত্ব থেকে বহু ক্রোশ দুরে। কারণ মহান সৃষ্টিকর্তার আনুগত্যময় জীবনেই প্রকৃত আনন্দ নিহিত আছে। কেউ তা মানুক, চাহে না মানুক। দ্বিতীয়তঃ এ জীবনের কোন বিকল্প নেই, কোন পরিবর্ত নেই। এ সময় যে আবার ফিরে আসবে তা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

‘যৌবন বসন্ত-সম সুখময় বটে,

দিনে দিনে উভয়ের পরিণাম ঘটে।

কিন্তু পুনঃ বসন্তের হয় আগমন,

ফিরে না ফিরে না কভু, ফিরে না যৌবন।

এ বয়সের যে মূল্য, মান ও মর্যাদা আছে, তা জীবনের অন্য কোন বয়সে নেই। এ জন্যই কিয়ামতের মাঠে লোকেদের অবস্থা যখন সঙ্গিন হবে এবং প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার দুরের সুর্য মাথার উপরে মাত্র এক মাইল দূরে এসে উপস্থিত হবে, তখন মহান আল্লাহ কয়েক শ্রেণীর মানুষকে সম্মানের সাথে তার আরশের নীচে ছায়া দান করবেন। এদের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ হবে সেই যুবকদল, যারা তাদের যৌবনকাল আল্লাহর আনুগত্যে অতিবাহিত করেছে। (বুখারী ৬৬০, মুসলিম ১০৩১ নং) সুতরাং ইলাহী এ পুরস্কারের কাছে পার্থিব যে কোনও সুখ ও সম্পদ অতুলনীয়।

তৃতীয়তঃ মানুষ কাল কিয়ামত কোর্টে তার আয়ু ও যৌবনকাল কোথায় কিভাবে অতিবাহিত করেছে সে বিষয়ে

জিজ্ঞাসিত হবে। তাহলে যে ব্যক্তি তার যৌবনকালকে আল্লাহর অবাধ্য থেকে রঙ্গরসে কাটিয়ে দেবে, সে ব্যক্তি ঐ জিজ্ঞাসার উত্তরে কি বলবে? চতুর্থতঃ মানুষের যৌবনকাল হল শক্তি, সামর্থ, সজীবতা, উদ্যম ও কর্মোদ্যোগের সময়কাল। এই সময়কাল অতিবাহিত হলে মানুষ ধীরে ধীরে দুর্বলতার দিকে ঢলে পড়ে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, ‘‘আল্লাহ, যিনি তোমাদেরকে দুর্বলরূপে সৃষ্টি করেন, দুর্বলতার পর তিনি শক্তি দেন, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।’’ (সুরা রূমঃ ৫৪ আয়াত)

সুতরাং এ কথা কোন জ্ঞানী বলতে পারে না যে, শক্তি ও সজীবতার অবস্থায় অবহেলা করে দুর্বল ও বৃদ্ধ অবস্থায় সে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করবে।

পঞ্চমতঃ এ কথার নিশ্চয়তা কোথায় যে, যুবক অবশ্যই বৃদ্ধকাল পর্যন্ত সুস্থভাবে বেঁচে থাকবে। কারণ, এমনও তো হতে পারে যে, সে যুবক অবস্থাতেই কোন ব্যাধি অথবা দুর্ঘটনাকবলিত হয়ে ইহজগৎ চিরদিনের মত ত্যাগ করে যাবে।

অতএব জ্ঞানী যুবকের উচিত হল, মহানবী (সা.) এর এই উপদেশ ঘাড় পেতে মেনে নেওয়া। তিনি বলেন, ‘‘পাঁচটি জিনিসের পূর্বে পাঁচটি জিনিসকে গনীমত (অমূল্য সম্পদ) জেনে কদর করো; তোমার মরণের পূর্বে তোমার জীবনকে, তোমার অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে, তোমার ব্যস্ততার পুর্বে তোমার অবসর সময়কে এবং তোমার দারিদ্রের পূর্বে তোমার ধনবত্তাকে।’’ (আহমাদ, কিতাবুয যুহদ, হাকেম, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, সহীহুল জামে ১০৭৭ নং)

ইসলাম ও মুসলিমদের দুশমনরা বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম ও চিত্তবিনোদনমূলক কেন্দ্র ও যন্ত্রের মাধ্যমে যুব-সমাজকে এমন মাতিয়ে রেখেছে যে, উক্ত কদর করার মত ফুরসৎ তাদের নেই। নেই কিছু ভেবে ও বিবেক করে দেখার মত এতটুকু অবসর। ঐ সবের মাধ্যমে ওরা তাদেরকে পুনঃ পুনঃ এমন আফিং খাইয়ে ফেলছে যে, চৈতন্যপ্রাপ্ত হওয়ার সুযোগটুকুও নেই। এই সংকট-মুহূর্তে প্রয়োজন আছে প্রতিকার ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার। তাদের জীবন ও যৌবনে সৃষ্ট নানা সমস্যার শরয়ী সমাধান দানের।

আমাদের উলামা ও চিন্তাবিদগণ যে এ প্রয়োজন দূর করার কাজে পিছিয়ে আছেন তা নয়। এ মর্মে তারা বহু কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁদের সেই সাগরের দিকে বেগবান আমার চেষ্টার এ এক ক্ষুদ্র নদী। আল্লাহর কাছে আশা এই যে, তিনি যেন এ নদীর পানি দ্বারা যুব-সমাজের পিপাসিত হৃদয়সমূহকে পরিতৃপ্ত করেন এবং তাদের জীবনের সকল সমস্যাকে দূর করে দিয়ে নিজের পথে টেনে নেন। আমীন।

বিনীত

আব্দুল হামীদ ফাইযী

আল-মাজমাআহ

সঊদী আরব।

১৩/৩/১৪২ ১হিঃ ১৫/৬/২০০০খ্রীঃ

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=12452

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন